৫ বর্ষ ৫১ সংখ্যা ২ মে ২০০৩

এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিউল আদনান

প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা

প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু

সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস

প্রদায়ক
জসিম মল্লিক

প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন

আলোকচিত্রী
আনোয়ার মজুমদার

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন, হাসান মূর্তাজা
নোমান মোহাম্মদ, জব্বার হোসেন

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান

যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান

সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল

বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি
মিজানুর রহমান খান

হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল

জার্মানি প্রতিনিধি
সরাফউদ্দিন আহমেদ

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ

ওয়াশিংটন প্রতিনিধি
নাসিম আহমেদ

যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর

শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

কর্মাধ্যক্ষ
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ইমেল ঃ s2000@dbn-bd.net

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

নারী-পুরুষের আকর্ষণ চিরন্তন। শাশ্বত। এই আকর্ষণের কারণে একে অপরের প্রতি জন্ম নেয় গভীর এক মমতা। তারা আসতে চায় একে অপরের কাছে। একে অপরের প্রতি একান্ত অনুভূতি প্রকাশের জন্য প্রয়োজন একটু নিরিবিলি জায়গা। এক কোটি লোক অধ্যুষিত এই শহরে কোথাও একটু নিরিবিলি মনোরম পরিবেশ নেই।

আমাদের দেশে সত্যিকার অর্থে প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য সময় কাটানোর কোনো জায়গা নেই। পৃথিবীর সর্বত্র এখনো ম্যাটিনি শো টিনএজারদের মেলামেশার সেফ জায়গা। এখানে সিনেমা বেদখল অশালীনতা মাস্তানির হাতে। এখানে তৈরি হয় অপরাধ চক্র। ঢাকা শহরে যে কয়টি পার্ক রয়েছে তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে সেখানে দিনের বেলা পর্যন্ত যেতে ভয় পায়। কারণ পার্কগুলো মাদকসেবী, ছিনতাইকারী, টোকাই, ভিক্ষুকদের দখলে। শহরের ছিন্নমূল মানুষরা সেখানে ঘুরে বেড়ায়। এমনকি অনেকে স্থায়ী ঠিকানা পর্যন্ত বানিয়ে নিয়েছে। পুলিশ ওদের দেখছে কিন্তু তাদের কাজ ওদের দেখা নয়, ওরা দেখে সম্পন্ন ঘরের কোন তরুণ-তরুণী পাওয়া যায় কিনা। এই অবস্থায় পার্কে বসে সময় কাটানোর পরিবেশ আর নেই। অযত্ন, অবহেলায় পার্কগুলোর সৌন্দর্যও ম্লান প্রায়। তাই প্রেমিক-প্রেমিকাদের ডেটিং প্লেস হয়ে গেছে ফাস্টফুডের দোকান। দামী খাবার কিনে সেখানে এক দুই ঘন্টা ডেটিং করা যায়, তবে প্রতিদিন কি আর সম্ভব? তাহলে প্রেমিক-প্রেমিকারা যাবে কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ভাবে না আমাদের দেশ, সরকার।

সম্প্রতি সাপ্তাহিক ২০০০ 'প্রেম এখন কেমন' শীর্ষক একটি জরিপ পরিচালনা করছে। যা শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে। জরিপের প্রশ্নমালার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল প্রেমের মধ্যে শরীরের প্রয়োজন কতটুকু? অপশন ছিল বেশ কয়েকটি। কেউই বলেননি শরীর অনাবশ্যক। এখান থেকে বোঝা যায় প্রেমের মধ্যে শরীরের অবস্থান নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, তবে তার আবশ্যিকতা বিতর্কের ঊর্ধ্বে। আরেকটি আপনি 'প্রেম' কোথায় করেন? উত্তর ছিল পার্কে, রেস্টুরেন্টে, মার্কেটে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। একটি ঘর খালি ছিল এমন উত্তরের বাইরে অন্য কোনো উত্তর দেয়ার জন্য। আমরা দেখে অবাক হয়েছি যে, পার্কের থেকেও বেশি উত্তর এসেছে 'সাইবার ক্যাফে'তে। অর্থাৎ প্রেমিক-প্রেমিকাদের একটি বড় অংশের এখন ডেটিং প্লেস সাইবার ক্যাফে। মানুষরূপী হায়নার দল এখানেও প্রস্তুত। তৎপর সুমনেরা।

এদেশে সাইবার ক্যাফের যাত্রা শুরু হয়েছে '৯৬ সাল থেকে। বর্তমানে ঢাকা শহরে গড়ে উঠেছে কয়েকশ' সাইবার ক্যাফে। নিয়ন্ত্রণহীন সাইবার ক্যাফের ব্যবসায় এসে অনেকেই টিকতে পারছে না। টিকে থাকার জন্য বিশেষ কৌশল নিয়েছে। সাইবার ক্যাফের ভেতর এমন কাঠামো গড়ে তুলছে যাতে প্রেমিক-প্রেমিকারা ডেটিং করতে পারে। কখনও বা আসতে পারে কাছাকাছি। একান্তে কাছাকাছি আসা সম্পূর্ণ তাদের ব্যাপার। এই নিজস্ব সময়টুকুকে ক্লোজ সার্কেট ক্যামেরায় ধারণ করে, পরে তাদের ব্ল্যাকমেইল করার অভিনব প্রবণতার প্রমাণ আমাদের বিস্মিত করেছে। অতীতে আমরা দেখেছি প্রেমিকেরা ছদ্মবেশে অভিনয় করে একান্ত সময়টুকু সিডি করে বাজারে ছাড়া হয়েছে।

সাইবার ক্যাফে ক্লোজ সার্কেট ক্যামেরা সংবাদ হয়তো আপনাকে ভাবিয়ে তুলবে। তবে সব সাইবার ক্যাফের বিরুদ্ধে আমরা ঢালাও অভিযোগ তুলছি না। কার অনৈতিক আচরণের দায়ভার গিয়ে পড়বে এ ব্যবসার সঙ্গে জড়িতদের সকলের ওপর এটাই চিন্তার বিষয়। এ কারণে সতর্ক থাকতে হবে ব্যবসায়ীদের। আপনাকেও।

নতুন ইমেল ঃ s2000@dbn-bd.net